তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময়

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ-৩৭

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1332-8

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২০
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
হাসনা অ্যাডভার্টাইজিং
২৩০, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ৫ম তলা, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : hasnaad_06@yahoo.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ	২৪
৬	তাওবার বিধান রাখার উদ্দেশ্য	২৫
৭	মানুষের করা প্রথম তাওবা এবং তা থেকে শিক্ষা	৩০
৮	তাওবা সম্পর্কিত কুরআনের অন্য কিছু আয়াত	৩৫
৯	তাওবা কবুলের শেষ সময়	৩৯
১০	তাওবা সম্পর্কিত সার্বিক তথ্য	৫০
১১	শেষ কথা	৫১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

**বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

'তাওবা' মুসলিমদের অতি পরিচিত, গুরুত্বপূর্ণ ও মহা কল্যাণময় একটি শব্দ। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে যে কথা প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে তা কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী সঠিক নয়। ভুল কথাটি চালু হয়েছে একটি হাদীসের 'গরগরা' শব্দের ভুল ব্যাখ্যার কারণে। আর এর ফল স্বরূপ–

১. তাওবার কল্যাণে মুসলিম সমাজে যে সুখ, শান্তি ও প্রগতি থাকার কথা ছিল তার কিছুই নেই।
২. অসংখ্য মুসলিম চিরকাল জাহান্নামে থাকার আমলনামা নিয়ে পরকালে পাড়ি দিচ্ছে।

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো– মৃত্যু আসা বা ঘটার আগের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ থাকে যে, সামনে আসা একটি গুনাহ তথা অপরাধমূলক কাজ চাইলে করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না। তাই তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় থেকে মূল শিক্ষা হলো– তাওবার মাধ্যমে সব কবীরা গুনাহ (বড়ো গুনাহ) মাফ করিয়ে নিয়ে কবীরা গুনাহ মুক্ত থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যু এসে যেতে পারে। আর মৃত্যু এসে গেলে তাওবা কবুল হবে না।

পুস্তিকাটি মুসলিমদের তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিতে এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের দুনিয়া ও পরকালীন জীবন সুখময় করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

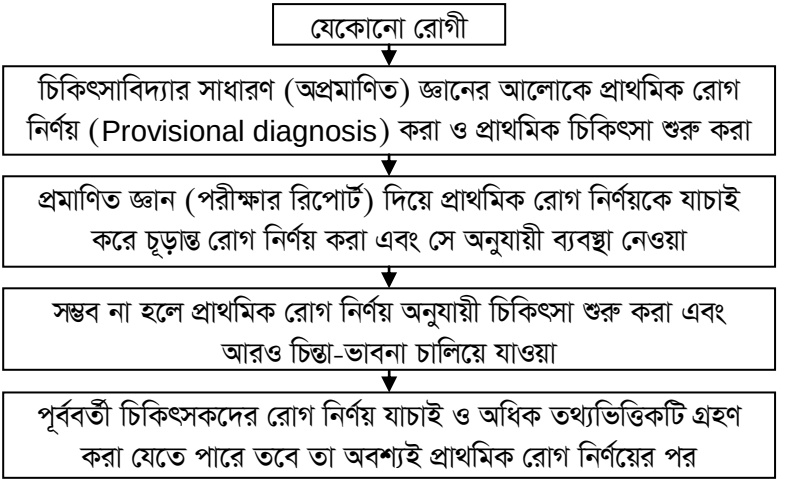

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

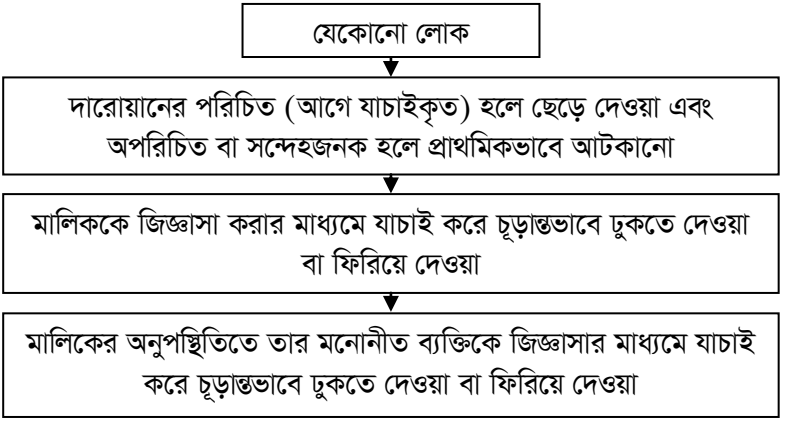

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

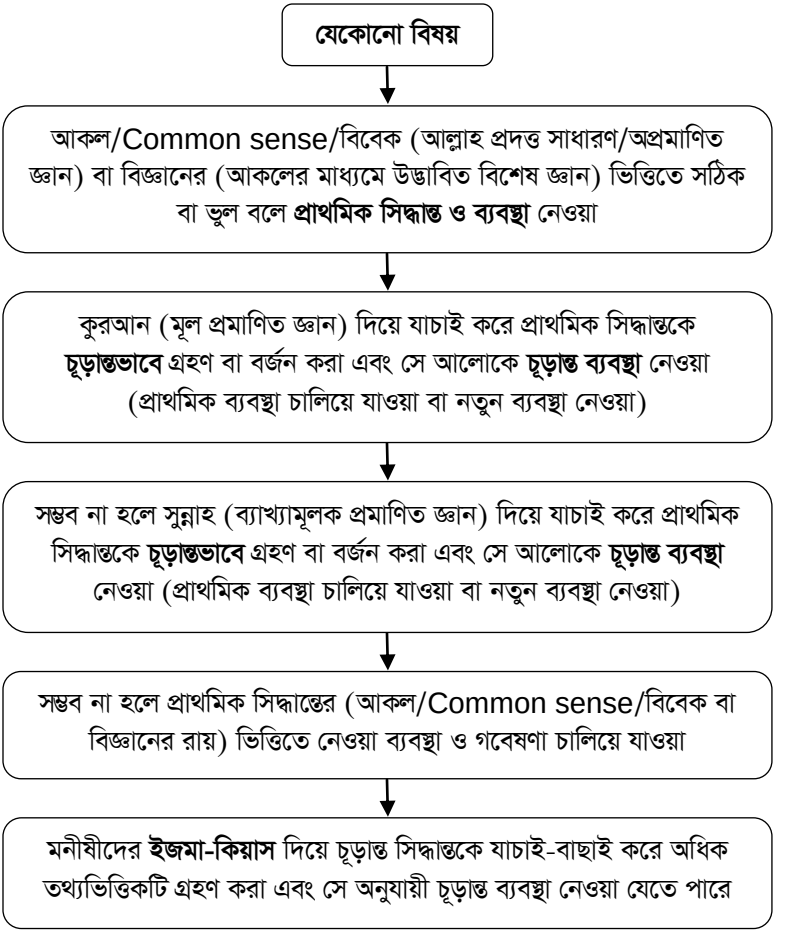

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর

ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

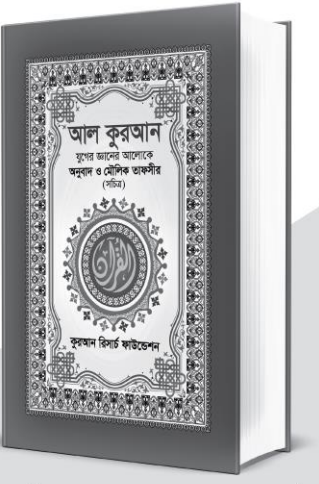

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

'তাওবা' শব্দটি শুনেননি এমন মুসলিম পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এটি ইসলামের গুনাহ মাফ হওয়ার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ যে মানুষের জন্য পরম দয়ালু ও করুণাময় এক সত্তা, 'তাওবা ব্যবস্থা' তার একটি প্রমাণ। তাওবা নিয়ে ছোটো বড়ো অনেক বই মুসলিম সমাজে আছে। তবে তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে মুসলিম সমাজে মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত আছে। আর এর ফলে সমাজ ও ব্যক্তির যে ক্ষতি হচ্ছে তা হলো–

১. তাওবা কবুলের জন্য অনেক সময় হাতে আছে মনে করে মানুষ বড়ো বড়ো অপরাধ (গুনাহ) করে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম সমাজ অশান্তিময় হচ্ছে।

২. ভুল সময়ে তাওবা করা বা করানোর কারণে অসংখ্য মুসলিমের আমলনামায় বড়ো গুনাহ থেকে যাচ্ছে। ফলে ব্যক্তি মুসলিমের পরকালীন জীবন ধ্বংস হচ্ছে।

তাই তাওবা কবুলের শেষ সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্যটি জাতির সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতার কল্যাণের বিষয়ে ভূমিকা রাখাই এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ

প্রাচ্যবিদ মিলটন কাওয়ানের বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধান A Dictionary of Modern Written Arabic-এ তাওবা শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে–

- to repent– অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, দুঃখ করা।
- to penitent– অনুতপ্ত হওয়া, কৃত পাপের জন্য অনুতাপী হওয়া।
- to penance– কৃত পাপের জন্য স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করা।
- to contrite– পাপের দরুন মর্মপীড়া অনুভব করা, অনুশোচনা করা।
- forgive– ক্ষমা করা, মার্জনা করা, উপেক্ষা করা।
- to turn from (sin)– পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করা।
- be converted from– অসৎ পথ থেকে সৎ পথে আসা।
- to restore to his grace– প্রভুর দয়া ও ক্ষমার পথে পুনরায় ফিরে আসা।
- to turn to God with repentance– অনুশোচনা নিয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

তাওবার বিধান রাখার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করে সেই ব্যক্তি বা সত্তা যার কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই তথা পাগল। মহান আল্লাহ হলেন বিশ্বসমূহের সর্বাধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সত্তা। তাওবা নামক আমলটি প্রণয়ন করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তাই এর পেছনেও আল্লাহ তা'য়ালার নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমরা এখন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তাওবার বিধান রাখার উদ্দেশ্যটি জানার চেষ্টা করবো।

আল-কুরআন

তথ্য-১

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ....

তিনিই তোমাদের (কল্যাণের) জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ... ...
(সুরা বাকারা/২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে সরাসরি জানা যায়– মহান আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে কোনো না কোনোভাবে কল্যাণময় করার জন্য। তাই আয়াতাংশের ভিত্তিতে বলা যায়– তাওবার উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ করা।

তথ্য-২

.... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ

نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

... ... (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ (কল্যাণ) পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো। (সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ দেওয়ার পেছনে মানুষকে কষ্ট দেওয়া মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। বরং আদেশটি দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের জন্য তাঁর কল্যাণ কামনাকে পরিপূর্ণ করে দিতে চান। তাই আয়াতাংশের ভিত্তিতেও বলা যায়– তাওবাসহ সব কিছু প্রণয়ন করার পেছনে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কল্যাণ করা।

তথ্য-৩

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .....

তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার জন্য... ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে উম্মাত (أُمَّةٌ) শব্দটি যে সব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি হলো বিভিন্ন সৃষ্টিগত জাতি। যেমন–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতো এক একটি উম্মত নয়।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

তাই, আয়াতাংশ (আলে ইমরান/৩ : ১১০) থেকে জানা যায়– মানুষ হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগত জাতি (আশরাফুল মাখলুকাত)। আর মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো– মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।

আলোচ্য আয়াতাংশের ভিত্তিতে তাই বলা যায়– মানুষের জীবনের সব কাজের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা। সুতরাং আলোচ্য আয়াতাংশের ভিত্তিতে এটিও বলা যায়– তাওবা নামক গুরুত্বপূর্ণ আমলের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কল্যাণ হওয়া।

তথ্য-৪

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

আল্লাহ তোমাদের থেকে (ভুল বা গুনাহর) বোঝা হালকা করতে চান। কেননা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মহান আল্লাহ প্রথমে মানুষের জন্য এক বিরাট সুসংবাদ দিয়েছেন। সুসংবাদটি হলো– তিনি মানুষের ভুল বা গুনাহর বোঝাকে কমাতে চান। বাড়াতে চান না। এখান থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা চান মানুষ–

১. ভুল বা গুনাহ কম করে দুনিয়ায় সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে জীবন পরিচালনা করুক।
২. সব গুনাহ বা কমপক্ষে বড়ো গুনাহ মুক্ত অবস্থায় পরকালে গিয়ে চিরকালের জন্য জান্নাত লাভ করুক।

আর এ লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন তার প্রধান হলো– না জেনে বা জেনে করা অপরাধ (গুনাহ) মাফ করার জন্য তাওবা নামক এক অপূর্ব আমলের ব্যবস্থা রাখা।

এরপর যে কারণে মহান আল্লাহ মানুষের ভুল বা গুনাহর বোঝাকে কমাতে বা হালকা করতে চেয়েছেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। সে কারণ হলো– তিনি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। এ কথা দিয়ে মানুষের শারীরিক গঠনের দুর্বলতার কথা বলা হয়নি। কারণ, সুরা আত ত্বীনের ৪ নং আয়াতের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম (শারীরিক) গঠনে।

(সুরা আত ত্বীন/৯৫ : ৪)

তাই 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো–

১. যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয় মানুষের জীবনে থাকা। বিষয়গুলোর কয়েকটি হলো– জ্ঞানের অভাব, লোভ, লালসা, হিংসা, গর্ব ইত্যাদি। (মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য– কুরআনকে সব জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে বিশ্বাস রেখে জন্মগতভাবে জানা সব ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা)
২. মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য ভীষণ শক্তিশালী ষড়যন্ত্র/ তথ্যসন্ত্রাসকারী ইবলিসকে মানুষের পেছনে লাগিয়ে রাখা।

আয়াতটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– তাওবা নামক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যক্তি মানুষকে ক্ষমা করে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দিতে চান।

তথ্য-৫

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহর দণ্ডবিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি কোনো প্রকার মমতা যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হও। আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

(সুরা আন নূর/২৪ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কুরআন তথা ইসলাম অপরাধীকে শাস্তি দিতে বলেছে প্রকাশ্যে। আর শাস্তি দেওয়ার সময় অপরাধীর প্রতি দয়া দেখাতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের প্রতি অসীম দয়ালু বলে কুরআনের বহু আয়াতে বলা হয়েছে। সেই আল্লাহর অপরাধীর প্রতি এতে কঠোর হওয়ার কারণ হলো– অপরাধী ব্যক্তিকে জনসম্মুখে কঠোর শাস্তি দিলে সমাজের অপরাধপ্রবণ মানুষগুলো অপরাধ করার সাহস পাবে না। ফলে সমাজ শান্তিময় হবে। এ থেকে সহজে বোঝা যায়– মহান আল্লাহ ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের চেয়ে সমাজের কল্যাণ বেশি চান।

আগে উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা জেনেছি তাওবা নামক গুরুত্বপূর্ণ আমলের পেছনে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কল্যাণ করা। তাই আলোচ্য আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– তাওবা বিষয়টির প্রয়োগ এমন হতে হবে যার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি জীবনের কল্যাণের চেয়ে সমাজ জীবনের কল্যাণ বেশি হয়।

তথ্য-৬

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক (শিক্ষামূলক) শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কুরআন তথা ইসলাম অপরাধীকে এমন পদ্ধতিতে শাস্তি দিতে বলেছেন যে, শাস্তি পাওয়া ব্যক্তি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষ যেন তার শাস্তিটি দেখতে পায় এবং তা থেকে শিক্ষা পায়। ফলস্বরূপ সমাজের অপরাধপ্রবণ মানুষগুলো যেন ঐ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়। এর ফলে মানবসমাজ শান্তিময় হয়। তাই আয়াতটি থেকেও বোঝা যায়– মহান আল্লাহ ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের চেয়ে মানবসমাজের কল্যাণ বেশি চান। আলোচ্য আয়াতটির ভিত্তিতেও তাই বলা যায়– তাওবা বিষয়টির প্রয়োগ এমন হতে হবে যার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি জীবনের কল্যাণের চেয়ে সমাজজীবনের কল্যাণ বেশি হয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ অধ্যায়ের আয়াতসমূহের বক্তব্য সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে– বিশ্বসমূহের সকল সৃষ্টি ও মানুষের জীবন বিষয়ক যত বিধি-বিধান কুরআন তথা ইসলামে আছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো, মানবসমাজকে কল্যাণময় করা। আর ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলো এমন হতে হবে যেন তার চূড়ান্ত ফল হয় মানবসমাজের কল্যাণ।

তাই অধ্যায়ের আয়াতসমূহসহ আরও আয়াতের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাওবা নামক আমলটির–

- প্রথম উদ্দেশ্য হলো– মানবসমাজের কল্যাণ।
- দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো– ব্যক্তি মানুষের দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ।

মানুষের করা প্রথম তাওবা এবং তা থেকে শিক্ষা

মানবজাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসংবলিত চমৎকার এক জীবন্তিকা আসমানি গ্রন্থসমূহে আছে। জীবন্তিকাটি মঞ্চায়িত হয়েছে আল্লাহর শাহী দরবারে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানবসভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে আছে। সহজে বোঝানোর জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে মঞ্চায়ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বইগুলোতে জীবন্তিকার শিক্ষাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।
ঘটনার সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে।
ঘটনার স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।
জীবন্তিকাটিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন

১. আল্লাহ তা'য়ালা– মূল ভূমিকা
২. মানবজাতির পিতা– প্রথম মানুষ ও নবী আদম আ.
৩. মানবজাতির মাতা– হাওয়া আ.
৪. সকল মানবরূহ
৫. ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানবজাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)– ইবলিস শয়তান।

জীবন্তিকাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা'** (গবেষণা সিরিজ-৩৯)। এখানে ইবলিসের ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাসের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো–

- **ইবলিসের কথা**

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ . ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ .

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬ ও ১৭)

সে (ইবলিস) বলল– আপনি যেহেতু (মানবজাতির মাধ্যমে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন, সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকব। অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসেবে পাবেন না।

কথাটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আপনি যেহেতু (মানবজাতির মাধ্যমে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন' অংশের ব্যাখ্যা– অতাৎক্ষণিকভাবে ঘটা কথাটির অর্থ হলো, প্রণীত প্রোগ্রাম বা বিধানের ভিত্তিতে কোনো কিছু ঘটা। জীবন্তিকাটি রচিত হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'য়ালার প্রোগ্রাম করা ছিল যে– জানার পরও কেউ যদি তাঁর আদেশ অমান্য করে এবং তাওবার মাধ্যমে তা মাফ করিয়ে না নেয়, তবে তাকে স্থায়ী শাস্তি (জাহান্নাম) ভোগ করতে হবে। জ্বীন জাতি মানবজাতির আগের সৃষ্টি। তাই এ ধরনের প্রোগ্রাম জ্বীন জাতির জন্য থাকা এবং ইবলিসের তা জানা থাকাটাই স্বাভাবিক।

তাই আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা হবে– যেহেতু মানবজাতির মাধ্যমে আপনার প্রণীত প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি বিপথগামী হলাম।

'আমি (ইবলিস) নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে' কথাটির ব্যাখ্যা– ইবলিস মানবজাতিকে জীবন পরিচালনার আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে।

আল্লাহর কথা

وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ আদম ও হাওয়া আ.-কে জান্নাতে বসবাস করতে বলে সেখানকার সব খাবার খেতে বললেন। তবে একটি গাছের ফল খাওয়া দূরের কথা, ধারে-কাছেও যেতে সরাসরি নিষেধ করলেন। আল্লাহ আরও বলে দিলেন গাছটির ধারে-কাছে গেলেও তাঁরা জালিম বলে গন্য হবে।

- **ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)**

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ . وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ .

অতঃপর শয়তান ধোঁকা/তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে (মনের বিতর্কে) তাঁদেরকে উলঙ্গ করার অবস্থায় নিপতিত করার জন্য বলল– তোমরা দুজনে যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো সে জন্য তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আর সে (শয়তান) তাদের দুজনের কাছে (আল্লাহর নামে) শপথ করে বলল, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০ ও ২১)

ব্যাখ্যা : কথাটি থেকে জানা যায়– আদম ও হাওয়া আ.-কে মনের বিতর্কে ধোঁকার মাধ্যমে আল্লাহর সরাসরি কথার বিপরীত কথা গ্রহণ করানো তথা মনের বিতর্কে উলঙ্গ করে দেওয়া মাত্রায় (চরম লজ্জাকর মাত্রায়) হারিয়ে দেওয়ার জন্য শয়তান আল্লাহর নামে শপথ করে বলল–

১. তারা দুজনে যাতে ফেরেশতা হয়ে যেতে বা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারে সে জন্য আল্লাহ তাদেরকে গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন।
২. সে তাদের শত্রু নয়, বরং বন্ধু।

আল্লাহর কথা

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ..... ص

অতঃপর শয়তান (তথ্যসন্ত্রাস করে) তাদের উভয়কে স্খলিত করল এবং তারা (জ্ঞানের) যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস কবলিত হয়ে আদম ও হাওয়া আ. উভয়েই আল্লাহ তা'য়ালার সরাসরি বলা কথা তথা সরাসরি জানানো জ্ঞানে স্থির না থেকে গাছটির কাছে যান এবং সেটির ফল খেয়ে ফেলেন।

আদম ও হাওয়া আ.-এর কথা

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

তারা দুইজন (আদম ও হাওয়া) বলল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের (মনের) প্রতি জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আদম ও হাওয়া আ. ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকা কবলিত হয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পরে তাঁরা বুঝতে পারেন– ভুল হয়ে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আর ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে কথাগুলো তাঁরা বলেছেন, তার মাধ্যমে তাওবার নীতিমালা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাফ চাওয়ার জন্য মানবজাতির আদি পিতা ও মাতা প্রথমে বলেছেন তাঁরা আত্মার প্রতি জুলুম/অত্যাচার করেছেন। এ কথার অর্থ হলো– তাদের মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক আল্লাহর স্পষ্ট আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকা কবলিত হয়ে মনের রায়কে অগ্রাহ্য করে তথা আত্মাকে (মন) কষ্ট দিয়ে তারা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছে। তাই তাদের মনে এখন প্রচণ্ড অনুশোচনা।

তারপর মানবজাতির আদি পিতা ও মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন– যদি তিনি তাঁদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তো তারা দুজনে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ করার দায়ে দোষী হবেন। তাই তাঁরা অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

তারপর আদম তার রবের কাছ থেকে (ক্ষমা প্রার্থনার) কয়েকটি বাক্য শিখল (এবং তার মাধ্যমে তাওবা করল), তখন তিনি তার তাওবা কবুল করলেন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম আ.-কে তাওবা করার জন্য কিছু বাক্য জানিয়ে দিয়েছিলেন। সে বাক্যের মাধ্যমে তাঁরা উভয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ঐ বাক্য এখানে উল্লেখ না থাকলেও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা উল্লিখিত আছে।

তাই আদম ও হাওয়া আ. এবং আল্লাহ তা'য়ালার শেষ বক্তব্যের মাধ্যমে মানবজাতিকে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র বা ধোঁকা কবলিত হয়ে মনকে কষ্ট দিয়ে (আকল/Common sense/বিবেককে অগ্রাহ্য করে) বা খুশি মনে গুনাহ করার পর, মনে অনুশোচনা সহকারে তাওবা (এবং ভবিষ্যতে কোনো ধরনের গুনাহ না করার অঙ্গীকার) করলে আল্লাহ তা'য়ালা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

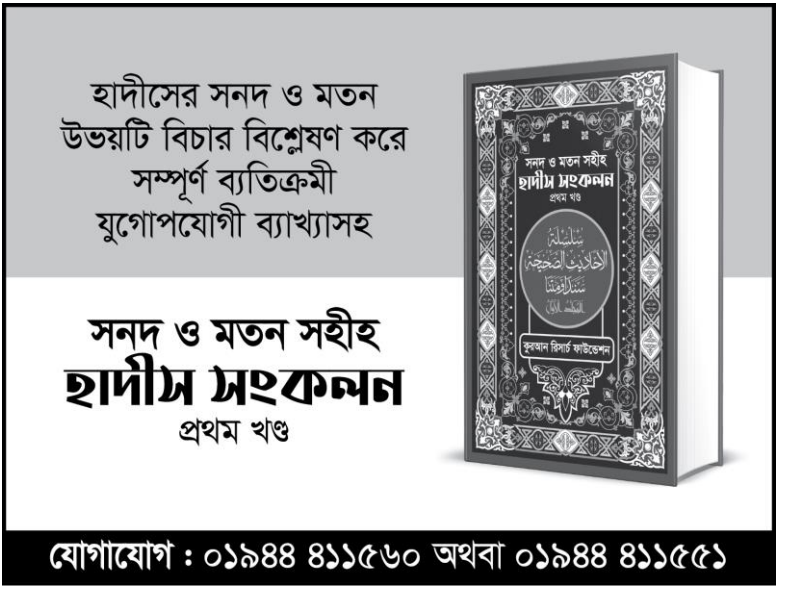

তাওবা সম্পর্কিত কুরআনের অন্য কিছু আয়াত

তথ্য-১

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا . يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا . اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

(৬৭) আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। (৬৮) আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না), আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। (৭০) তবে যারা তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল ফুরকান/২৫ : ৬৭-৭০)

ব্যাখ্যা : ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াতে মু'মিনদের ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে ৬টি গুণ হলো–

১. অপব্যয় না করা।
২. কৃপণতা না করা।
৩. অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা।
৪. আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে না ডাকা, অর্থাৎ শিরক না করা।
৫. ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা না করা।
৬. ব্যভিচার না করা।

৬৮ নং আয়াতের শেষাংশ এবং ৬৯ নং আয়াতের মাধ্যমে জানানো হয়েছে– যারা ঐ ৬টি কবীরা গুনাহ করবে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

৭০ নং আয়াতে জানানো হয়েছে– যারা উল্লিখিত ৬টি কবীরা গুনাহর এক বা একাধিকটি করার পর খালিস নিয়তে তাওবা করবে, ঈমান আরও দৃঢ় করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তথা আর গুনাহ করবে না, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে নেকী দিয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। অর্থাৎ যথাযথভাবে তাওবা করলে গুনাহ শুধু মাফই হয় না, নেকীতে পরিণত হয়ে যায়।

তথ্য-২

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ . اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য যে সব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়াদি ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয় আর (যা গোপন করেছিল তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করবো। আর আমি অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫৯, ১৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুইটি থেকে জানা যায়– গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তাওবা করা এবং নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া তথা আর গুনাহ না করা শর্ত।

তথ্য-৩

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ . وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ . فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ .

(৬৪) আর (তাদের) বলা হবে– তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাকো, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি সঠিক পথ অবলম্বন করতো! (৬৫) আর সেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসুলদের কী জবাব দিয়েছিলে? (৬৬) কিন্তু সেদিন সব সংবাদ তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সুরা আল কাসাস/২৮ : ৬৪-৬৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলো থেকে জানা যায়– কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ (সৎকাজ) করবে তাদেরকে মাফ করে দিয়ে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তথ্য-৪

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۭ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۭ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা। কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে (তার দণ্ড হচ্ছে) একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা এবং তার পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা। তবে তারা (নিহতের পরিবার) মাফ করে দিলে ভিন্ন কথা। আর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের লোক হয় এবং মু'মিন হয়, তাহলে (দণ্ড হচ্ছে) একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে (দণ্ড হচ্ছে) তার পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা এবং একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা। আর যদি সে (ঘাড় আটকানো মু'মিন) না পায় তাহলে তাকে একটানা দুই মাস রোজা পালন করতে হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা তাওবার একটি পদ্ধতি। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। (সুরা আন নিসা/৪ : ৯২)

ব্যাখ্যা : বেঁচে থাকার হক হলো সবচেয়ে বড়ো বান্দার হক। আয়াতটিতে প্রথমে ভুল করে একজন মু'মিনকে হত্য করা হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতটির শেষে ক্ষতিপূরণ দেওয়াকে তাওবার একটি পদ্ধতি বলা হয়েছে।

তথ্য-৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো, নসিহতভিত্তিক (বিধি অনুযায়ী) তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ নবীকে এবং তার মু'মিন সঙ্গীদেরকে লজ্জিত করবেন না। তাদের আলোকবর্তিকা তাদের সামনে ও ডান পাশ দিয়ে দৌড়াতে থাকবে, তারা বলবে– হে আমাদের রব! আমাদের আলোকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সুরা আত তাহরীম/৬৬ : ৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলো থেকে জানা যায়– তাওবা করতে হবে নসিহত তথা বিধি মোতাবেক। অর্থাৎ কুরআন তাওবার যে বিধি-বিধান দিয়েছে সে বিধি-বিধান অনুসরণ করে তাওবা করতে হবে। বিধি-বিধানসমূহ ওপরে আলোচিত হয়েছে। তবে ঐ বিধি-বিধানের মহাগুরুত্বপূর্ণ একটি হলো তাওবা কবুলের শেষ সময়। পরে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। তওবার এ বিধানটি সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজে চালু আছে।

তাওবা কবুলের শেষ সময়

প্রচলিত ধারণা

মুসলিম সমাজে দেখা যায়– মৃত্যুর আগে যখন গলায় গরগর শব্দ হয় তখন তাওবা পড়ানোর জন্য অতিদ্রুত একজন মৌলভী, মাওলানা বা ইমাম সাহেবকে ডেকে আনার জন্য কাউকে পাঠানো হয়। আর মৌলভী, মাওলানা বা ইমাম সাহেব এসে তাকে তাওবা পড়ান। তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় যে এটি, তা পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম জানে, বিশ্বাস করে ও মানে।

তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার ও গ্রহণযোগ্য হওয়া এ ধারণার উৎস হলো একটি হাসান হাদীসের 'গরগর' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা কুরআন, হাদীস, আকল/Common sense/ বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রকৃত তথ্য

আকল/Common sense/বিবেক

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে তাওবা নামক আমলের–

- প্রথম উদ্দেশ্য হলো মানবসমাজের কল্যাণ।
- দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি মানুষের দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ।

তাই আকল/Common sense/বিবেকের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হবে মৃত্যু ঘটার আগের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সামনে উপস্থিত হওয়া একটি গুনাহ তথা অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তাওবা কবুলের শেষ সময় এটি হলে যে কল্যাণ হবে–

১. তাওবা করার পর থেকে মানুষকে গুনাহ তথা অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রেখে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, যেকোনো

মুহূর্তে তার মৃত্যু হতে পারে। আর মৃত্যু এসে গেলে তাওবা কবুল হবে না। সকল মুসলিম এ নীতি অনুসরণ করলে মুসলিম দেশগুলো সুখ, শান্তি এবং প্রগতিতে পূর্ণ থাকবে।

২. যেহেতু মুসলিম ব্যক্তি তাওবা করে সব বা অন্ততপক্ষে কবীরা (বড়ো) গুনাহ মাফ করে নিয়ে পরকালে যাবে, তাই সে প্রথম থেকে জান্নাতে চলে যাবে।

তাওবা কবুলের শেষ সময়ের পরের সময় হলো এমন সময় যখন ব্যক্তির গুনাহ/অপরাধ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি নেই। এ সময়ে তাওবা করলে তা কবুল হওয়ার কথা নয়। কারণ–

১. ঐ ব্যক্তি তাওবার অপূর্ব সুযোগটি না নিয়ে সারা জীবন অনেক বড়ো বড়ো অপরাধ করে মানবসমাজের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করেছে।

২. ব্যক্তিকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। ফলে আল্লাহর চাওয়া ব্যর্থ হবে। আর ইবলিসের চাওয়া সফল হবে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– তাওবা কবুলের শেষ সময় হবে মৃত্যু আসার বা ঘটার আগের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এতটা পরিমাণ থাকে যে, সামনে আসা গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে, কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

আল্লাহর কাছে শুধু তাদের তাওবা পৌঁছায় যারা জাহালাতের কারণে গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তাওবা করে। বস্তুত এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাদের তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহের কাজ করে যেতে থাকে যতক্ষণ

না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি) প্রস্তুত রেখেছি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা : জাহালত কথাটির অর্থ হলো– জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া। তাই এ আয়াতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা হয়েছে– যারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের সময় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে গুনাহর কাজ করেছে তারা যদি সাথে সাথে তাওবা করে তবে মহান আল্লাহ তাদের (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া) সব গুনাহ মাফ করে দেন।

এরপর ১৮ নং আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুই ধরনের ব্যক্তিদের তাওবা আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন না এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা হলো–

১. যে মু'মিন ব্যক্তিরা মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা করবে।
২. যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকবে।

তাহলে এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়–

১. মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই মৃত্যুর আগে করতে হবে।
২. কাফির ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে ঈমান অবশ্যই মৃত্যুর আগে আনতে হবে।

১৭ নং আয়াতে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের সময় যারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে গুনাহ করে তাদের কথা বলা হয়েছে। ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই মৃত্যুর আগে করতে হবে। তাহলে, তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা মৃত্যুর কতটুকু সময় আগে করতে হবে বা করা যৌক্তিক হবে, আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী সে সময় হবে– মৃত্যু ঘটার আগের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ

থাকে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

সুরা আন নিসার ১৭ নং আয়াতের আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাখ্যা :

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সুরা আন নিসার ১৭ নং আয়াতের مِنْ قَرِيبٍ (অনতিবিলম্বে) বলতে মালাকুল মউত তথা আজরাইলকে দেখার আগ পর্যন্ত সময়কে বুঝিয়েছেন।

(তাফসীরে ইবন কাছীর, পৃষ্ঠা নম্বর ২৩৭)

তাই সুরা আন নিসার ১৭ নং আয়াতের আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর করা ব্যাখ্যা অনুযায়ীও তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হবে– মৃত্যু ঘটার আগের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এত পরিমাণ থাকে যে, সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সে সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-২

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

বলো– হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের মনের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছো তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর (এ ক্ষমা পেতে হলে) তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের কাছে শাস্তিটি (মৃত্যু বা অন্য গজব) আসার আগে, তারপর তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ৫৩, ৫৪)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে নিজ আত্মার ওপর জুলুম করা বান্দাদের বুঝাতে আল্লাহ গুনাহগার মু'মিন বান্দাদের বুঝিয়েছেন। কারণ, তারা কোনো গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হলে মনে অনুশোচনা বা দুঃখ নিয়ে তথা মনের ওপর জুলুম করে তা করে। ৫৩ নং আয়াতটিতে আল্লাহ গুনাহগার মুমিনদের তাঁর গুনাহ মাফের রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের করা সব গুনাহ মাফ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

আর ৫৪ নং আয়াতে দয়ালু আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– তাঁর ঐ ক্ষমা পেতে হলে মু'মিনদেরকে মৃত্যুর আগে খালিস নিয়তে তাওবা করে আমলনামায় থাকা সব কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ফিরে এসে জীবন পরিচালনা করতে হবে। সবশেষে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– আজাব তথা মৃত্যু বা অন্য কোনো আজাব এসে গেলে কবীরা গুনাহর ব্যাপারে তাদেরকে আর ছাড় দেওয়া হবে না।

তাই এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসা বা ঘটার অন্তত এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ থাকে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-৩

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ.

তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে– তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার রব আসবেন কিংবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে আগে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) কোনো সৎকাজ (নেক আমল) করেনি। বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কাফির ব্যক্তি মৃত্যু এসে গেলে ঈমান আনলে সে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হতে হলে কাফির ব্যক্তির ঈমান আনতে হবে মৃত্যু আসার আগে। তাহলে ওপরে উল্লিখিত সুরা আন নিসার ১৮ নং আয়াতের সাথে মিল রেখে এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই করতে হবে মৃত্যু আসার আগে।

তথ্য-৪

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ.

আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী শত্রুতা ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পেছনে ধাওয়া করল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল তখন বলল– আমি এটিতে ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই যার ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। এখন (ঈমান আনলে)! অথচ এর আগে তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তাই আজ আমরা তোমার দেহটি সংরক্ষণ করব যাতে তা তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অবশ্যই অনেকেই আমাদের আয়াত সম্পর্কে গাফিল/উদাসীন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৯০- ৯২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশ থেকে জানা যায়– কাফির ফিরাউন পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়। কিন্তু আল্লাহ তার সে ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই ওপরে উল্লিখিত সুরা আন নিসার ১৮ নং আয়াতের সাথে মিল রেখে আয়াতটির এ অংশের ভিত্তিতে বলা যায়–

১. কাফির ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে ঈমান অবশ্যই মৃত্যুর আগে আনতে হবে।

২. মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই মৃত্যুর আগে করতে হবে।

আয়াতটির শেষ অংশের বক্তব্য হলো– 'আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমাদের আয়াত সম্পর্কে অবশ্যই গাফিল (উদাসীন)।' গাফিল হলো সে ব্যক্তি যে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে কম গুরুত্ব দেয়।

এ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়– আলোচ্য ও অন্য আয়াতের ভিত্তিতে তাওবা সম্পর্কিত বিধি-বিধান বের করতে হলে অবশ্যই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের

উৎস Common sense-কে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। তাই Common sense-কে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা মৃত্যুর কতটুকু সময় আগে করতে হবে বা করা যৌক্তিক হবে। Common sense অনুযায়ী সে সময় হবে মৃত্যু আসার বা ঘটার আগের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এ পরিমাণ থাকে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-৫

إِنَّمَا جَزَآؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۚ. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি এটি যে– তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে বিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তবে, তোমাদের করতলগত হওয়ার আগে (ধরা পড়ার আগে) যারা সত্যিকারভাবে ফিরে আসবে (তাওবা করবে) তাদের জন্য এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৩৩, ৩৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথমে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের জন্য দুনিয়ায় হত্যা বা অন্য কঠিন শাস্তি এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতটির শেষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, (আখিরাতের) ঐ শাস্তি সে সব ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে না, যারা মুসলিমদের হাতে (পুলিশের হাতে) ধরা পড়ার আগে সত্যিকারভাবে ফিরে আসবে তথা সত্যিকারভাবে তাওবা করে।

প্রশ্ন হলো– ঐ ধরনের অপরাধীরা যদি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্যও হয় তবে বিচার করে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এবং দণ্ড কার্যকর করতে স্বাভাবিকভাবে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। এ সময়ে অর্থাৎ ধরা পড়ার পর

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তি তাওবা করলে সে তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ কী? এটি মুসলিম জাতিকে আজ ভালো করে বুঝে নিতে হবে। আর প্রকৃত বিষয় কারো বুঝে না আসলেও চোখ বন্ধ করে ধরে নিতে হবে– আল্লাহ যে বিধান করেছেন তাতে অবশ্যই মানবসভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ আছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– তাওবা করলেও আটক অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে ন্যায় কাজ করে মানবসমাজকে কল্যাণময় করার মতো সুযোগ বা অবস্থা ঐ ব্যক্তির আর না থাকা। তাই এ আয়াত থেকে বোঝা যায়– তাওবার প্রধান উদ্দেশ্য তাওবাকারী ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে অব্যহতি দেওয়া নয়, বরং তাওবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সৎ মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে মানবসমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি বৃদ্ধি করা।

মৃত্যু হলো আল্লাহর হাতে ধরা পড়া। তাই এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসার আগে। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার অন্তত এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ থাকে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-৬

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

বস্তুত যারা গুনাহ করে এবং তাদের (বড়ো/কবীরা) গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকে তারা জাহান্নামী হবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮১)

ব্যাখ্যা : গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকা কথাটির অর্থ হলো তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা। তাই আয়াতটির সরাসরি বক্তব্য হলো– যারা বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মারা যাবে তারা জাহান্নামী হবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতটির আলোকেও বলা যায়–

১. মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই মৃত্যুর আগে করতে হবে।

২. কাফির ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে ঈমান অবশ্যই মৃত্যুর আগে আনতে হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় আগে। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এ পরিমাণ থাকে যে, সে চাইলে তার সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ اللهُ عَز وَجَل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَلهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا فِي الْفَلَاةِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুআইদ ইবন সা'ঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন– আমার প্রতি বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সাথে আছি। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! শূন্য মাঠে তোমাদের কেউ হারানো (সাওয়ারী) প্রাণী পাওয়ার পর যেরূপ আনন্দিত

হয়, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার তাওবার কারণে এর চেয়ে বেশি আনন্দিত হন। যদি কেউ এক বিঘত সমান আমার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি কেউ এক হাত সমান আমার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। যদি কেউ আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৭১২৮।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে সহজে জানা যায়– আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদগ্রীব নন। মাফ করার জন্য উদগ্রীব। অর্থাৎ আল্লাহ চান, বান্দা তাওবা করে সৎভাবে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে পৃথিবীকে শান্তিময় করুক।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ... ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন 'গরগরা' আসার আগ পর্যন্ত।

- তিরমিযী, *আস সুনান*, হাদীস নং-৩৮৮০।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

প্রচলিত ব্যাখ্যা : প্রচলিত সব হাদীসগ্রন্থে হাদীসটির 'গরগরা আসার আগ পর্যন্ত' কথাটির অর্থ ধরা হয়েছে শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালীতে আসা পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটার আগমুহূর্ত পর্যন্ত। আর হাদীসটির এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম জানে, বিশ্বাস করে এবং মানে যে, মৃত্যু হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাওবা কবুল হয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মোটেই সঠিক নয়। এ ব্যাখ্যা মুসলিম জাতিকে তাদের জীবনব্যবস্থার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল দিকে নিয়ে গিয়েছে। আর এর কারণে ব্যক্তি ও জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মৃত্যুর আগে মানুষের জ্ঞান যখন অর্ধেক বা পুরো লোপ পায় (Semi coma or Coma) তখন

গলায় লালা জমে যায়। তাই নিঃশ্বাস আসা যাওয়ার সময় গলায় গরগরা শব্দ হয়। গলায় এ শব্দ আসার পর মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি গলায় গরগরা শব্দের পর মেশিনের সাহায্যে মানুষকে কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখাও যেতে পারে। কিন্তু গলায় গরগরা শব্দ আসার পর, ভালো বা খারাপ কোনো কাজ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের থাকে না।

তাই হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো মৃত্যুর আগে গলায় গরগরা শব্দ আসার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ থাকে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন– যে ব্যক্তি পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার আগে তাওবা করে মহান আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯১১৯।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার আগে কথাটির অর্থ– কিয়ামত হওয়ার আগে। আর কিয়ামত অর্থ- নির্ঘাত মৃত্যু। তাই হাদীসটির বক্তব্য হলো তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসার আগে।

তাওবা সম্পর্কিত সার্বিক তথ্য

কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেকের উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে তাওবা সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. তাওবা দয়াময় আল্লাহর প্রণয়ন করা মানুষের গুনাহ মাফ হওয়ার এক অপূর্ব উপায়।

২. তাওবার বিধান রাখার কারণ হলো– মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল হওয়া। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের অভাব, লোভ, লালসা ইত্যাদি থাকা। অন্যদিকে মানুষকে গুনাহ করতে উৎসাহিত করার জন্য ইবলিসকে পেছনে লাগিয়ে রাখা।

৩. কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। আর মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহের ক্ষেত্রে হক ফেরত দেওয়ার পর তাওবা করতে হবে।

৪. তাওবা করতে হবে মনের গভীর অনুশোচনা সহকারে এবং সামনে আর কোনো গুনাহ/অন্যায় না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে।

৫. তাওবার একটি উদ্দেশ্য ব্যক্তির গুনাহ মাফ করা হলেও এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজে সৎ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আর এর মাধ্যমে মানবসমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি বাড়ানো।

৬. উত্তম হলো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তাওবা করা।

৭. তাওবার শেষ সময় হলো– মৃত্যুর আগে গলায় গরগরা শব্দ আসার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার আগের এমন সময় পর্যন্ত যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এতটা পরিমাণ থাকে যে, সামনে আসা গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সে সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

৮. তাওবার সময় সম্পর্কে সার্বিক কথা হলো– মু'মিনকে তাওবা করে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে ও মুক্ত থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, মৃত্যু যেকোনো সময় এসে যেতে পারে। আর মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা কবুল হবে না।

শেষ কথা

পুস্তিকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে যেকোনো আকল/Common sense/ বিবেক সম্পন্ন মানুষ বিষয়টি অতি সহজে বুঝতে পারবে যে, তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্য বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু নেই। এ কারণে তাওবা নামক অপূর্ব আমলটি সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না। ফলে অসংখ্য মুসলিম বড়ো বড়ো গুনাহ নিয়ে পরকালে চলে যাচ্ছে। আর এর চূড়ান্ত ফল যা হচ্ছে তা হলো–

১. মুসলিম দেশগুলো সুখময়, শান্তিময় ও প্রগতিশীল হতে পারছে না।
২. অমুসলিমরা ইসলামের ছায়াতলে আসতে ভয় পাচ্ছে।
৩. অসংখ্য মুসলিম স্থায়ীভাবে জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তথ্যসন্ত্রাস যে কত মারাত্মক তা তাওবা কবুল হওয়ার প্রচলিত শেষ সময় থেকে অতিসহজে বলা যায়। আর এ তথ্যসন্ত্রাস চালু করা হয়েছে একটি হাসান হাদীসে থাকা 'গরগর' শব্দের কুরআন, হাদীস, আকল/Common sense/বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিরোধী ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

আসুন এ অবস্থা থেকে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানতাকে উদ্ধার করার জন্য আমরা সবাই বইটি পড়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করি। নিজের আমলের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আসি এবং অপরের কাছে বিষয়টির দাওয়াত পৌঁছে দেই।

নবী-রসুলগণ ছাড়া কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমাদের লেখায় ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দিলে আপনার ঈমানি দায়িত্ব পালন করা হবে। আর আমার ঈমানি দায়িত্ব হবে সঠিক হলে তা গ্রহণ করা। আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর**, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক আরবী গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

**যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ**

**কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...**

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১